ম্যাগাজিনের সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়।
সেই ২৮ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনেরই বাংলা অখণ্ড ভাবানুবাদ এটি।
সাথে ভিয়েতনাম যুদ্ধের আলোকচিত্রী ডিক ডুরেন্সের তোলা ছবিগুলোও আছে।

সাত: ১৯৭১: গণহত্যা নয়, বাংলাদেশে সংঘটিত হয়েছিল Genocide, Politicide ও Mass Murder

শহীদদের যে আইকনিক ফিগার আছে তার গ্রহণযোগ্য এবং বাস্তবসম্মত ।

১৯৭১ সাথে বাংলাদেশে যা হয়েছে তা শুধু গণহত্যা শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে Genocide বা গণহত্যা প্রধান, তবে Politicide বা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, Mass Murder বা নির্বিচারে মানব হত্যাকান্ডর ঘটনা এড়িয়ে যাওয়ার পথ নেই। তাই বাংলাদেশে যা হয়েছে তাকে বলে ডেমোসাইড /Democide । বাংলাদেশের ইতিহাসে যে গণহত্যার কথা বলা হয় তা মুলত ডেমোসাইড /Democide কে বোঝাতে বলা হয় ১৯৭১ স্বাধীনতা যুদ্ধ বা মুক্তির সংগ্রামে হারানো (সামরিক-বেসামরিক) শহীদদের যে আইকনিক ফিগার আছে তার গ্রহণযোগ্য এবং বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা কী?

বিশিষ্ট রাজনীতি বিজ্ঞানী Rudolph Joseph Rummel বা R.J. Rummel তাঁর 'China's Bloody Century' এবং 'Lethal Politics: Soviet Genocide and Mass Murder Since 1917' নামের দু'টি গবেষণাধর্মী বইয়ের পরিশিষ্টে গণহত্যার পরিসংখ্যান কিভাবে করতে হয় সেটার একটা মেথডোলজি দিয়েছেন আগ্রহীরা পুরোটা পড়তে পারেন; নিবন্ধটি 'ESTIMATING DEMOCIDE: METHODS AND PROCEDURES ESTIMATING DEMOCIDE: METHODS AND PROCEDURES' সম্পূর্ণ পড়ুন এইখানে। তাঁর গবেষণায় তিনি নিম্ন, মধ্যম এবং উচ্চ সম্ভাবনার স্কেলে মানুষের হত্যার হিসেব করেছেন। তাঁর STATISTICS OF DEMOCIDE, Chapter 8, Statistics Of Pakistan's Democide Estimates, Calculations, And Sources তিনি দেখিয়েছেন বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের মুক্তির সংগ্রামে ৩ মানব সভ্যতার

ইতিহাসের অন্যতম নৃশংস সেই শাসক দম্ভ করেই ৩০ লক্ষ খুনের কথা বলেছিলেন। মানবতা যা দেশ -বিদেশের বিভিন্ন জার্নাল এবং মিডিয়ায় প্রকাশ পায়। At a meeting of the military top brass, Yahya Khan declared: "Kill 3 million of them and the rest will eat out of our hands." Accordingly, on the night of 25 March, the Pakistani Army launched Operation Searchlight to "crush" Bengali resistance in which Bengali members of military services were disarmed and killed, students and the intelligentsia systematically liquidated and able-bodied Bengali males just picked up and gunned down. [Source: Robert Payne, Massacre [1972], p. 50 & According to the Asia Times] ০,০৩,০০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

তিন:

defence.pk ওয়েবসাইটের 'The Radical Truth: Teaching MPACUK the forgotten chapter of Pakistan's history' শীর্ষক নিবন্ধে কি বলা আছে একটু দেখুনঃ

"*It's common knowledge that Pakistan does not teach its school children the truth about its brutalities during 1971, when East Pakistan broke away to become Bangladesh. The Guinness Book of Records lists the Bangladesh Genocide as one of the top 5 genocides in the 20th century, yet it's hardly featured in Pakistan's textbooks, academic discussion or the media. On the 40th Victory Day of Bangladesh, BBC Radio 4 documented how the Pakistani school children perceive Bangladesh Liberation War; they're in a state of denial of Pakistan's genocide of Bengali people in former East Pakistan. They have been taught by the propagandist a conspiracy of Hindu Indians causing tensions between the two Muslim wings of Pakistan. The children's deny Pakistanis could ever do such things to their brothers and sisters in Bangladesh! In one sense these children are also suffering abuse by their own government by being denied the truth. Pakistanis are suffering from this curse even today except of*

course, the military elite who live on American handouts to the tune of billions of dollars." [নি তৃতীয় প্যারায় ব্রিটিশ একজন পাকিস্তান ইতিহাসবিদের বরাত দিয়ে বলছেঃ "In 1971, over 9 months, President Yahya Khan and his military commanders with the aid of local collaborators committed mass atrocities on unarmed civilians, killed an estimated three million people, raped over 300,000 women, destroyed innumerable homes to crush the rebellion, which was termed an “Indian-inspired” conspiracy. The minority Hindu community was particularly targeted. This unprecedented atrocities led to a mass exodus to India, বন্ধটির প্রথম প্যারা এইটি] where an estimated 10 million people took refuge." এই নিবন্ধেই গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বুকের স্বীকৃতির কথা বলা আছে। তাই আলাদা আরেকটি পয়েন্টে দিলাম না।

চার **:**

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আগের কিছুদিনের দৈনিকগুলো একটু দেখিঃ

দৈনিক পূর্বদেশের সম্পাদক তাঁর পত্রিকায় ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ "ইয়াহইয়া জান্তার ফাঁসি দাও " শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় লিখেন। তাঁর কলামে এইভাবে ফুটে উঠে হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার রূপ এইভাবে "হানাদার দুশমন বাহিনী বাংলাদেশের প্রায় ৩০ লাখ নিরীহ লোক ও দু 'শতাধিক বুদ্ধিজীবিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে ..."

রপর আন্তর্জাতিক মহলের দিকে তাকালে দেখি রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র প্রাভদা পত্রিকা ডিসেম্বরেই ৩০ লক্ষ শহীদের বিষয়টি তাদের পত্রিকায় প্রকাশ করে। "over 30 lakh persons were killed throughout Bangladesh by the Pakistani occupation forces during the last nine months"। যার বাঙলা সংস্করণে১৯৭২ সালে ৫ জানুয়ারি শিরোনাম হয় 'দখলদার বাহিনী বাংলাদেশে ত্রিশলক্ষাধিক মানুষ হত্যা করেছে '।

ঢাকার পত্রিকা দৈনিক অবজারভার শিরোনাম করে এভাবে, "Pak Army Killed over 30 Lakh people" যেটা প্রকাশিত হয় ০৫ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে, বঙ্গবন্ধুর দেশে আসার ৫ দিন আগে।

পাঁচ :

উইকিপিডিয়ার List of genocides by death toll নিবন্ধের ৪ নম্বর তালিকায় একাত্তরের নৃশংস গণহত্যা। সময়ের ব্যপ্তিতে মাত্র ৯ মাসে এমন গনহত্যা নজির দুনিয়ায় আর নেই। এইখানেও ৩ মিলিয়ন বা ৩০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানির কথা বলা আছে। তালিকাটি দেখুন এবং পাশে শেষ কলামের নোটে কি ছয় :

"Sheikh Mujib's government says that three million Bengalis died between March and December of 1971. The figure is probably inflated but certainly the terrors and atrocities committed here- in Dacca and all across this gentle land of rivers and marshlands- came close to genocide." অর্থাৎ 'শেখ মুজিবের সরকার বলছে, দেশে ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ৩০ লক্ষ বাঙালি নিহত হয়েছে। সংখ্যাটি হয়তো অতিরঞ্জিত, কিন্তু সে সময় ঢাকাসহ এই বিস্তীর্ণ নদীমাতৃক দেশের প্রতিটি প্রান্তে যে হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে গণহত্যার এই নৃশংসতার খুব কাছাকাছি'। [NatGeo, Sept 1972; Article: "Bangladesh: Hope Nourishes a New Nation"]. সম্পূর্ণ নিবন্ধটির বাঙলা ভাবানুবাদ করেছেন শিক্ষানবিস নামের bangladesh-71.info এর একজন ব্লগার। তাঁর সম্পূর্ণ অনুবাদ পড়ুন এইখানে।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফি

Samuel Totten, William S. Parsons & Israel W. Charny সংকলিত 'Century of Genocide: Critical Esssesy and Eyewitness Accounts' গবেষণা গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় নিউইয়র্ক এবং লন্ডনের Routledge প্রকাশনী থেকে। সেই গ্রন্থের ৯ম চ্যাপ্টার 'Genocide in Bangladesh' নিবন্ধটি লিখেছেন রওনাক জাহান, তিনিও ৩ মিলিয়ন হত্যা এবং কোয়ার্টার মিলিয়ন

নারী ধর্ষণের কথা বলেছেন। [বইটির ২য় সংস্করণের ২৯৫ পৃষ্ঠা দেখুন]

আট:

বিভিন্ন সময়ে দেশের ৩৫টি স্থানকে বধ্যভূমি হিসেবে চিহ্নিত করে সেগুলো সংরক্ষণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মোট কতগুলি স্থান বধ্যভূমি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সেই সংক্রান্ত কোনো তালিকা পাওয়া যায় না; তবে ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি এদেশে প্রায় ৯৪২টি বধ্যভূমি শনাক্ত করেছে। এরমধ্যে চট্টগ্রামে ১১৬টি স্থানকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমি হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের আনাচে কানাচে সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে আরও অগণিত বধ্যভূমি। এর মধ্যে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী বধ্যভূমি স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের আহ্বায়ক প্রফেসর ড. গাজী সালেহ উদ্দিন জানান, স্বাধীনতার পর এ বধ্যভূমির শুধু একটি গর্ত থেকেই প্রায় ১ হাজার ১০০ মাথার খুলি উদ্ধার করা হয়। সংগৃহীত কঙ্কাল এখনও সংরক্ষিত রয়েছে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের স্মৃতি অম্লান জাদুঘরে। একাত্তরের এপ্রিল থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এখানে ২০ হাজারের মতো বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধকালে ঢাকায় হত্যা করে রায়েরবাজারে এনে ফেলে রাখা হতো। আর চট্টগ্রামে লোকজনদের ধরে এনে হত্যার কাজটি চলত পাহাড়তলীতে। যেখানে বধ করা হয় সেটাই বধ্যভূমি। সে হিসেবে পাহাড়তলী বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বধ্যভূমি। রায়েরবাজার এবং জল্লাদখানা বধ্যভুমির মোট লাশের সংখ্যা কখনই নির্ণয় করা যাবে না। অর্থাৎ আমরা যদি না পাওয়া বধ্যভুমির কথা হিসেব করে সর্বসাকুল্যে মোট ১৫০০ বধ্যভূমির সংখ্যা ধরে নেই তবে প্রতি বধ্যভূমিতে ২০০০ করে লাশ থাকলেই মোট প্রাণ হারানো বাঙালীর সংখ্যা হয় ৩০ লক্ষ! কিন্তু এমন অনেক বধ্যভূমি আছে যেইখানে ২০ হাজারেরও অধিক মানুষের লাশ আছে আবার ১০০/২০০ লাশের বধ্যভূমিও আছে কিন্তু অন্যদিকে আমরা কখনই নদীমাতৃক বাংলাদেশের হারিয়ে যাওয়া লাখ শহীদের কোন হিসেব পাব না।

নয়:

ইউনাইটেড নেশনস-এর ডিক্লারেশন অফ ইউনিভারসাল হিউম্যান রাইটস ১৯৮১ সালে লিখেছে 'মানব সভ্যতার ইতিহাসে যতগুলি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, তার মধ্যে অল্প সময়ের মধ্যে সব থেকে বেশি সংখ্যক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে বাংলাদেশে, ১৯৭১ সালে। প্রত্যেক দিন গড়ে ৬০০০ থেকে ১২,০০০ হাজার মানুষ খুন হয়েছিল। গণহত্যার ইতিহাসে এটাই সর্ব্বোচ্চ প্রাত্যহিক গড়'; যদিও অপারেশন সার্চলাইটের প্রথম রাতের প্রাণহানির সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ৩৫,০০০; বাংলাদেশে দখলদারি পাকিস্তানি সৈন্যরা প্রায় ২৬০ দিন (২৫ শে মার্চ, ১৯৭১ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত) এই নৃশংসতা চালিয়ে যায়। এবার ইউনাইটেড নেশনসের দেওয়া দিন প্রতি নিহতের সংখ্যাকে ২৬০ দিয়ে গুণ করলে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে নিহত বাঙ্তেগালিদের সর্ব নিম্ন সংখ্যা ১,৫৬০,০০০ (পনেরো লক্ষ ষাট হাজার) এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা ৩, ১২০,০০০ (একত্রিশ লক্ষ কুড়ি হাজার) যা গড় করলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ২,৩৪০,০০০ (তেইশ লক্ষ চল্লিশ হাজার)।

দশ:

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাত কোটি (যদিও সাড়ে সাত কোটি বা ৭.৯ কোটির হিসেবও মিলে); সেই সময় সাধারনভাবে একটি বাঙ্গালি পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল পাঁচজন অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ পরিবার। সেই হিসেবে পরিবার পিছু নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ০.২১ অথবা অন্তত একজন সদস্য মারা গেছে এমন পরিবারের ২১ শতাংশ। অবশ্য এই রকম বহু পরিবার ছিল যাদের একাধিক সদস্য নিহত হয়েছিলেন। আবার এমনও অনেক পরিবার ছিল সে পরিবার সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এগারো:

প্রত্যেক পাকিস্তানি সেনা (ধরে নিলাম ৯০,০০০ সৈন্য পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ করেছে) ২৬০ দিনে ৩৩.৩৩ জন অর্থাৎ ৭.৮ দিনে একজন করে বাঙালী হত্যা করলেই ২৬০ দিনে ৩০ লক্ষ হত্যা হয়। ৯০,০০০*(২৬০/৭.৮)=৩০ লক্ষ। এই দিকে ১ কোটি ১০ লক্ষ

শরণার্থীর কতজন যে অসুস্থতায় মৃত্যুবরণ করেছে তার হিসেব তো করার সুযোগই পেলাম না।

কয়েকটি প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা জেনে নিই - Genocide বা গণহত্যা : Among other things, the killing of people by a government because of their indelible group membership (race, ethnicity, religion, language). অর্থাৎ গণহত্যা হচ্ছে এমন একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড যা কোন সরকার বা শাসক কোন অমোচনীয় জাতিগত, নৃতাত্ত্বিক , ধর্মীয় বা ভাষাগত জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালনা করে।

Politicide বা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড : The murder of any person or people by a government because of their politics or for political purposes. অর্থাৎ কোন সরকার বা গোষ্ঠী যদি কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে তবে সেইরকম হত্যাকাণ্ডকে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বলা হবে।

Mass Murder বা নির্বিচারে মানব হত্যা : The indiscriminate killing of any person or people by a government. অর্থাৎ একটি সরকার দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের নির্বিচারে হত্যা করা।

Democide: The murder of any person or people by a government, including genocide, politicide and mass murder. Democide is a term revived and redefined by the political scientist R. J. Rummel as "the murder of any person or people by a government, including genocide, politicide and mass murder." অর্থাৎ কোন সরকার বা শাসক যখন নির্বিচারে গণহত্যা , রাজনৈতিক হত্যা এবং মানব হত্যা করে তখন তাকে সম্মিলিতভাবে ডেমোসাইড /Democide বলা হবে।

৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বরিশাল বিভাগের নারীদের ওপর পাকিস্তানি সেনাদের দখলদারিত্বে সংঘটিত ভয়াবহ নির্যাতনের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাই কেউ যদি এমন ভয়ংকর বর্ণনা পড়তে অস্বস্তি বোধ করেন , তাহলে অনুগ্রহ করে এখানেই পড়া বন্ধ করুন। এখানে উল্লেখিত ঘটনাগুলো যুদ্ধাপরাধ অনুসন্ধান

কমিটি (War Crimes Fact Finding Committee - WCFFC) কর্তৃক সংগৃহীত স্থানীয় সাক্ষ্যভিত্তিক।

১৯৭২ সালে অনুমান করা হয় যে, শুধু বরিশাল জেলা থেকেই প্রায় ৫০,০০০ মানুষ পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নিহত হন। বরিশাল শহরে পাকিস্তানি সেনাদের প্রধান অপরাধীদের মধ্যে ছিলেন ক্যাপ্টেন মুনির হোসেন এবং সুবেদার সিদ্দিকি, যারা কলোনি রেস্ট হাউসে অসংখ্য নারীকে ধর্ষণ করেছিলেন। এসব নারী অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের তথ্য নিচে দেওয়া হলো—

১) গৌরনদী জেলা

বরিশালের গৌরনদী স্কুল ছিল পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্প। এখানে মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করা মাত্র ১৪ বছরের মেয়েদের ধরে এনে ধর্ষণ, নির্যাতন ও অমানুষিক শারীরিক অত্যাচার করা হতো।

• নির্যাতনের মধ্যে ছিল হাত-পা বেঁধে পুকুরের ধারে ফেলে রাখা, ইট দিয়ে
আঙুল গুঁড়িয়ে দেওয়া, বেয়নেট দিয়ে শরীরে ক্ষত তৈরি করে ফেলে রাখা।
• অধিকাংশ মেয়ে মারা যেত, আর যারা বেঁচে যেত তারাও সারাজীবনের দাগ বয়ে
বেড়াত।
• যুদ্ধের শেষ দিকে মুক্তিবাহিনী স্কুল ও কলেজের ক্যাম্প আক্রমণ করলে
অসংখ্য নারীর লাশ পাওয়া যায় এবং ১৪ জন নারীকে উদ্ধার করা হয়।
• কলেজের দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে প্রায় ১,৫০০ নারীর লাশের স্তুপ পাওয়া
যায়।

হাজিহার গ্রামে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা নারীদের অপহরণ করে, পাশাপাশি অনেক নারী ও শিশুদের গুলি করে হত্যা করে। স্থানীয়রা পরে ৪টি গর্ত খুঁড়ে লাশ সমাহিত করে, যেখানে ৩৫টি লাশই ছিল নারীর।

২) পিরোজপুর জেলা

পিরোজপুরে ভয়াবহ গণহত্যা ও নির্যাতন চালায় কর্নেল আতীক মালিকের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানি সেনারা।

• ১৯৭১ সালের ৪ মে থেকে ৭ মাস ধরে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা প্রায়
৩০,০০০ মানুষকে হত্যা করে এবং ৫,০০০ নারী ও শিশুকে ধর্ষণ করে।
• শহরের মহকুমা প্রশাসকের বাসা ছিল সেনাদের সদর দপ্তর, যেখানে নারী
নির্যাতন চলত।
• রাজাকাররা আশপাশের গ্রাম থেকে নারী এনে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে
তুলে দিত। অনেক নারীকে দাসী বানিয়ে রাখা হতো।
• ৯ বছরের শিশুকেও ধর্ষণ করা হয়েছিল, যারা অধিকাংশই বাঁচেনি।

ভাগীরথীর কাহিনি:
ভাগীরথী নামে মুক্তিবাহিনীর এক নারী গুপ্তচর পাকিস্তানি সুবেদার সেলিমের হাতে ধরা পড়েন। তাকে নির্মমভাবে নির্যাতন করার পর মোটরসাইকেলের

পেছনে বেঁধে পুরো শহরজুড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি অসহায় চিৎকার করতে করতে শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারান।

ফরিদ মেডিকেল হলে পাকিস্তানি সৈন্যরা নারী ধর্ষণ করত। ভাণ্ডারিয়া থানায় অন্তত ৫০ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। আটক হওয়া মুক্তিবাহিনীর নারী যোদ্ধারা আরও ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হন।

৩) পটুয়াখালী জেলা

মেজর নাদির পারভেজের নেতৃত্বে এখানে কয়েক হাজার মানুষ নিহত হন।

• মেজর পারভেজ দুই নারীকে স্থায়ীভাবে দাসী বানিয়ে রাখেন এবং
নিয়মিতভাবে স্থানীয় রাজাকাররা নারী এনে দিত।
• প্রথম অপরাধ সংঘটিত হয় পটুয়াখালী জেলে, যেখানে অন্তত ৫০ জন নারীকে
বন্দি করে ধর্ষণ করা হয়। এক নারী যুদ্ধের পর গর্ভধারণ করে কন্যা সন্তান জন্ম দেন।
• জেলে আটক অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র সাহা ও সুভাষ চন্দ্র রায় নারীদের
আর্তনাদ শুনেছিলেন।

৪) ঝালকাঠি জেলা

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানি সেনারা ঝালকাঠি শহরে প্রবেশ করে।
ক্যাপ্টেন আজমতের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসন ভবনে সদর দপ্তর স্থাপন করে।

• শহরেই অন্তত ৪০ জন নারী ধর্ষিত হন।
• কৃতিপাশা গ্রামে অসংখ্য নারী অপহরণ, ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়।
• রোমাবতী নামে মুক্তিবাহিনীর এক নারী যোদ্ধাকে স্থানীয় রাজাকাররা
ধরিয়ে দেয়। পাকিস্তানি সেনারা তাকে প্রকাশ্যে নির্যাতন করে এবং
বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে।

এমনকি রাজাকারদের স্ত্রীদেরও এসব অপরাধে সহযোগী হিসেবে পাওয়া যায়।

৫) বরগুনা জেলা

১৪ মে পাকিস্তানি সেনারা বরগুনায় প্রবেশ করে। ক্যাপ্টেন শফায়াতের নেতৃত্বে শতাধিক পুরুষ ও শিশুকে জেলে বন্দি করে।

• ২৬ মে রাতে তারা নারীদের ধর্ষণ করে এবং পরদিন গুলি করে ৭৬ জনকে হত্যা
করে।
• অল্প কিছুদিনের মধ্যে জেলে বন্দি নারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০।
প্রতিদিন রাতেই তাদের ধর্ষণ করা হতো।
• এমনকি গর্ভবতী নারীও রেহাই পাননি।

নারীরা পরে বলেছেন, পাকিস্তানি সৈন্যরা নারী বাছাই করতে এলে তারা চোখ নিচু করে রাখতেন, কিন্তু প্রার্থনা বা অনুনয় কোনো কাজেই আসত না।

উপসংহার
পরে বাংলাদেশ সরকার এসব নির্যাতিত নারীদের "বীরাঙ্গনা" উপাধি প্রদান করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের কেউই আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে বিচার হয়নি। কেবলমাত্র কিছু রাজাকারকে শনাক্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।
মূল সূত্র: War and Women, ড. এম. এ. হাসান

তথ্যসূত্রঃ

> ব্লগার তারিক লিংকন পোস্ট

> জেনসাইড বাংলাদেশ ডট অরগ

> উইকিপিডিয়া

> ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

• গণহত্যা
• ১৯৭১
• ৩০ লাখ শহীদ
• Genocide
• আফসান চৌধুরী
• ইতিহাসের সন্ধানে না সংখ্যার সন্ধানে
স্বাধীনতা যুদ্ধ
https://ia801809.us.archive.org/7/items/rummel-r.-j.-death-by-government-1994/RUMMEL(R.J.)-Death_by_Government_(1994).pdf